

📖 সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ৬৩৪১

৮০/ দু'আসমূহ (كتاب الدعوات)

পরিচ্ছেদঃ ৮০/২৩. অধ্যায়ঃ দু'আর সময় দু'খানা হাত উঠানো।*

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

আরবী

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَشَرِيكِ، سَمِعًا أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

বাংলা

وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ

আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'খানা হাত এতটুকু উঠিয়ে দু'আ করতেন যে, আমি তাঁর বগলের ফর্সা রং দেখতে পেয়েছি। ইবনু 'উমার(রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'খানা হাত উঠিয়ে দু'আ করেছেনঃ হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে আমি তা থেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি।

৬৩৪১. অন্য এক সূত্রে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু' হাত এতটুকু তুলে দু'আ করেছেন যে, আমি তার বগলের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি। [১০৩১] (আধুনিক প্রকাশনী- অনুচ্ছেদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- অনুচ্ছেদ)

English

Narrated Anas, "The Prophet (ﷺ) raised his hands (in invocation) till I saw the whiteness of his armpits."

ফুটনোট

*দু'আর সময় দু'খানা হাত উঠানো

যে সকল স্থানে হাত তুলে দু'আ করা যায়

১) বৃষ্টি প্রার্থনার জন্যঃ

আনাস ইবনু মালেক (রাযিঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নাবী কারীম (ﷺ) —এর যামানায় এক বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সে সময় একদিন নাবী (ﷺ) খুৎবা প্রদানকালে জনৈক বেদুঈন উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, হে আল্লাহর রসূল! বৃষ্টি না হওয়ার কারণে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, পরিবার পরিজন অনাহারে মরছে। আপনি আমাদের জন্য দু'আ করুন। অতঃপর রসূল (ﷺ) স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক দু'আ করলেন। সে সময় আকাশে কোন মেঘ ছিল না। রাবী বলেন) আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনি হাত না নামাতেই পাহাড়ের মত মেঘের খন্ড এসে একত্র হয়ে গেল এবং তাঁর মিসর থেকে নামার সাথে সাথেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে লাগল। এভাবে দিনের পর দিন ক্রমাগত পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত হ'তে থাকল। অতঃপর পরবর্তী জুম'আর দিনে সে বেদুঈন অথবা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) অতি বৃষ্টিতে আমাদের বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে, ফসল ডুবে যাচ্ছে। অতএব আপনি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য দু'আ করুন। তখন তিনি দু'হাত তুললেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি দাও, আমাদের এখানে নয়। এ সময় তিনি স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা মেঘের দিকে ইশারা করেছিলেন। ফলে সেখান থেকে মেঘ কেটে যাচ্ছিল। বুখারী, ১ম খন্ড, পৃঃ ১২৭, হা/৯৩৩ জুম'আর ছালাত' অধ্যায়)

আনাস ইবনু মালেক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জুম'আর দিন জনৈক বেদুঈন রসূল (ﷺ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! বৃষ্টির অভাবে গৃহপালিত পশুগুলো মারা যাচ্ছে। মানুষ খতম হয়ে যাচ্ছে। তখন রসূল (ﷺ) দু'আর জন্য দু' হাত উঠালেন। আর লোকেরাও রসূল (ﷺ) —এর সাথে হাত উঠাল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। এমনকি পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত বৃষ্টি বর্ষিত হ'তে থাকল। তখন একটি লোক রসূল (ﷺ) —এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! রাস্তা-ঘাট অচল হয়ে গেল'। (বুখারী ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪০, হা/১০২৯ 'ইসতিস্কা' অধ্যায়)

আনাস (রাযিঃ) বলেন, কোন এক জুম'আয় কোন এক ব্যক্তি দারুল কোযার দিক হ'তে মসজিদে প্রবেশ করল এমতাবস্থায় যে, রসূল (ﷺ) তখন খুৎবা দিচ্ছিলেন। লোকটি রসূলুল্লাহ (ﷺ) —এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তা-ঘাট বন্ধ হয়ে গেল। আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, আল্লাহ আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবেন। আনাস (রাযিঃ) বলেন, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতঃ প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন! হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন! বুখারী ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩৭; মুসলিম ১ম খন্ড, পৃঃ ২৯৩-২৯৪)

আনাস রাযিঃ) বলেন, আমি রসূল (ﷺ) —কে হস্তদ্বয়ের পিঠ আকাশের দিকে করে পানি চাইতে দেখেছি। মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৯৮ 'ইসতিস্কা' অনুচ্ছেদ)

আনাস রাযিঃ বলেন, নাবী কারীম (ﷺ) বৃষ্টির জন্য ছাড়া অর্থাৎ বৃষ্টির জন্য দু'আ ছাড়া জামাতবদ্ধভাবে অন্য কোথাও হাত তুলতেন না। আর হাত এত পরিমাণ উঠাতেন যে, তার বগলের শুভ্র অংশ দেখা যেত। বুখারী, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪০, হা/১০৩১; মিশকাত হা/১৪৯৯)

২) বৃষ্টি বন্ধের জন্যঃ

আনাস রাযিঃ বলেন, পরবর্তী জুম'আয় ঐ দরজা দিয়েই এক ব্যক্তি প্রবেশ করল রসূল (ﷺ) এর দাঁড়িয়ে খুৎবা দান রত অবস্থায়। অতঃপর লোকটি রসূল (ﷺ) -এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তা-ঘাট বন্ধ হয়ে গেল। আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, আল্লাহ বৃষ্টি বন্ধ করে দিবেন। রাবী আনাস রাযিঃ বলেন, তখন রসূল (ﷺ) স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের নিকট থেকে বৃষ্টি সরিয়ে দিন, আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না। হে আল্লাহ! অনাবাদী জমিতে, উঁচু জমিতে উপত্যকায় এবং ঘন বৃক্ষের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। বুখারী, ১ম খন্ড, ১৩৭ পৃঃ; মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৯৩-২৯৪)

৩) চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময়ঃ

আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ রাযিঃ বলেন, আমি রসূল (ﷺ) -এর জীবদ্দশায় এক সময় তীর নিক্ষেপ করছিলাম। হঠাৎ দেখি সূর্যগ্রহণ লেগেছে। আমি তীরগুলো নিক্ষেপ করলাম এবং বললাম, আজ সূর্যগ্রহণে রসূল (ﷺ) -এর অবস্থান লক্ষ্য করব। অতঃপর আমি তাঁর নিকট পৌছলাম। তিনি তখন দু'হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করছিলেন এবং তিনি 'আল্লাহু আকবার', 'আল হামদুলিল্লাহ', 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-হ' বলছিলেন। শেষ পর্যন্ত সূর্য প্রকাশ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দু'টি সূরা পড়লেন এবং দু'রাক'আত সলা-ত আদায় করলেন'। (মুসলিম ১ম খন্ড, পৃঃ ২৯৯ হা/৯১৩, 'চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ছালাত' অধ্যায়)

৪) উম্মাতের জন্য রসূল (ﷺ) এর দু'আঃ

আবদুল্লাহ-হ ইবনু আমর ইবনু 'আস (রাযিঃ) বলেন, একদা রসূল সূরা ইবরাহীমের ৩৫ নং আয়াত পাঠ করে দু'হাত উঠিয়ে বলেন, আমার উম্মাত, আমার উম্মাত এবং কাঁদতে থাকেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে জিবরীল! তুমি মুহাম্মাদের নিকট যাও এবং জিজ্ঞেস কর, কেন তিনি কাঁদেন। অতঃপর জিবরীল তাঁর নিকটে আগমন করে কাঁদার কারণ জানতে চাইলেন। তখন রসূল (ﷺ) তাঁকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তা অবগত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জিবরীলকে বললেন, যাও, মুহাম্মাদকে বল যে, আমি তার উপর এবং তার উম্মতের উপর সন্তুষ্ট আছি। আমি তার অকল্যাণ করব না'। (মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৩, হা/ ৩৪৬ 'ঈমান' অধ্যায়)

৫) কবর যিয়ারতের সময়ঃ

আয়েশা রাযিঃ বলেন, একদা রাতে রসূল আমার নিকটে ছিলেন। শোয়ার সময় চাদর রাখলেন এবং জুতা খুলে পায়ের নিচে রেখে শুয়ে পড়লেন। তিনি অল্প সময় এ খেয়ালে থাকলেন যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। অতঃপর ধীরে

চাদর ও জুতা নিলেন এবং ধীরে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। তখন আমিও কাপড় পরে চাদর মাথায় দিয়ে তাঁর পিছনে চললাম। তিনি “বাকীউল গারকাদে” জালাতুল বাকী) পৌঁছলেন এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তিন তিন বার হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করলেন। (মুসলিম ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১৩, হা/৯৭৪ ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৫)

‘আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, কোন এক রাতে রসূল বের হ’লেন, আমি বারিরা (রাযিঃ) কে পাঠালাম, তাঁকে দেখার জন্য যে, তিনি কোথায় যান। তিনি জালাতুল বাকীতে গেলেন এবং পার্শ্বে দাঁড়ালেন। অতঃপর হাত তুলে দু’আ করলেন। তারপর ফিরে আসলেন। বারিরাও ফিরে আসলো এবং আমাকে খবর দিল। আমি সকালে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি গত রাতে কোথায় গিয়েছিলেন? তিনি বললেন, জালাতুল বাকীতে গিয়েছিলাম কবরবাসীর জন্য দু’আ করতে। [ইমাম বুখারী, রাফ’উল ইয়াদায়েন, পৃঃ ১৭, হাদীস ছহীহ; মুসলিম হা/ ৯৭৪ মর্মার্থ]]।

৬) কারো জন্য ক্ষমা চাওয়ার লক্ষ্যে হাত তুলে দু’আঃ

আউতাসের যুদ্ধে আবু আমেরকে তীর লাগলে আবু আমের স্বীয় ভাতিজা আবু মূসার মাধ্যমে বলে পাঠান যে, আপনি আমার পক্ষ থেকে রসূল (ﷺ)–কে সালাম পৌঁছে দিবেন এবং ক্ষমা চাইতে বলবেন। আবু মূসা আশ’আরী (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি পানি নিয়ে ডাকলেন এবং ওয়ূ করলেন। অতঃপর হাত তুলে প্রার্থনা করলেন ‘হে আল্লাহ! উবাইদ ও আবু আমেরকে ক্ষমা করে দাও। রাবী বলেন) এ সময়ে আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখলাম। তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ! ক্রিয়ামতের দিন তুমি তাকে তোমার সৃষ্টি মানুষের অনেকের উর্ধ্বে করে দিও’। (বুখারী, ২য় খন্ড, পৃঃ ৯৪৪, হা/৪৩২৩ ও ৬৩৮৩ ‘দু’আ সমূহ’ অধ্যায়)

৭) হজ্জ পাথর নিক্ষেপের সময়ঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাযিঃ) তিনটি জামারায় সাতটি পাথর খন্ড নিক্ষেপ করতেন এবং প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলতেন। প্রথম দু’ জামারায় পাথর নিক্ষেপের পর ক্বিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দু’হাত তুলে দু’আ করতেন। তবে তৃতীয় জামারায় পাথর নিক্ষেপের পর দাঁড়াতে না। শেষে বলতেন, আমি রসূল (ﷺ)–কে এগুলো এভাবেই পালন করতে দেখেছি’।

(বুখারী ১ম খন্ড পৃঃ ২৩৬, হা/১৭৫১ ‘হজ্জ’ অধ্যায়)

৮) যুদ্ধক্ষেত্রেঃ

ওমর ইবনুল খাত্তাব হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, তাদের সংখ্যা এক হাজার। আর তাঁর সাথীদের সংখ্যা মাত্র তিনশত উনিশ জন। তখন তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে দু’হাত উঠিয়ে দু’আ করতে লাগলেন। এ সময় তিনি বলছিলেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সাহায্য করার ওয়াদা

করেছ। হে আল্লাহ! তুমি যদি এই জামা'আতকে আজ ধ্বংস করে দাও, তাহ'লে এই যমীনে তোমাকে ডাকার মত আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। এভাবে তিনি উভয় হাত তুলে ক্বিবলামুখী হয়ে প্রার্থনা করতে থাকলেন। এ সময় তাঁর কাঁধ হ'তে চাদরখানা পড়ে গেল। আবু বকর তখন চাদরখানা কাঁধে তুলে দিয়ে রসূল (ﷺ) কে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার প্রতিপালক প্রার্থনা কবুলে যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তিনি আপনার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করবেন। (মুসলিম, ২য় খন্ড, পৃঃ ৯৩, হা/১৭৬৩, 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৮)।

৯) কোন গোত্রের জন্য দু'আ করাঃ

আবু হুরায়রা বলেন, একদা আবু তুফাইল রসূল (ﷺ) এর কাছে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! দাউস গোত্রও অব্যাহত ও অবশীভূত হয়ে গেছে, আপনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বদ দু'আ করুন। তখন রসূল (ﷺ) ক্বিবলামুখী হ'লেন এবং দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি দাউস গোত্রকে হেদায়াত দান কর এবং তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আস'। (বুখারী, মুসলিম, ছহীহ আল আদাবুল মুফরাদ, পৃঃ ২০৯, হা/৬১১ সনদ ছহীহ)

১০) সাফা-মারওয়া সাযী করার সময়ঃ

আবু হুরায়রা বলেন, রসূল (ﷺ) মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং পাথরের নিকট এসে পাথর চুষন করলেন, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং ছাফা পাহাড়ে এসে তার উপর উঠলেন। অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহর দিকে লক্ষ্য করে দু'হাত উত্তোলনপূর্বক আল্লাহকে ইচ্ছামত স্মরণ করতে লাগলেন এবং প্রার্থনা করতে লাগলেন। (ছহীহ আবু দাউদ, হা/১৮৭২ সনদ ছহীহ মিশকাত হা/২৫৭৫ 'হজ্জ' অধ্যায়)

১১) কুনূতে নাযেলার সময়ঃ

আবু ওসামা হতে বর্ণিত, রসূল (ﷺ) কুনূতে নাযেলায় হাত তুলে দু'আ করেছিলেন। (ইমাম বুখারী, রাফ'উল ইয়াদায়েন সনদ ছহীহ)

হাত তুলে দু'আ করার অন্যান্য সহীহ হাদীসসমূহঃ

১২) খালিদ বিন ওয়ালিদ -এর অপছন্দ কর্মের কারণে হাত তুলে দু'আঃ

সালেমের পিতা হ'তে বর্ণিত, নাবী কারীম (ﷺ) খালেদ ইবনু ওয়ালীদকে বনী জায়ীমার বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠালেন। খালেদ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে নিল। কিন্তু 'ইসলাম গ্রহণ করেছি' না বলে তারা বলতে লাগল, 'আমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করেছি' 'আমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করেছি'। তখন খালেদ তাদেরকে কতল ও বন্দী করতে লাগলেন এবং বন্দীদেরকে আমাদের প্রত্যেকের হাতে সমর্পণ করতে থাকলেন। একদিন খালেদ আমাদের প্রত্যেককে স্ব স্ব বন্দী হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি নিজের বন্দীকে হত্যা করব না এবং আমার সাথীদের কেউই তার বন্দীকে হত্যা করবে না।

অবশেষে আমরা নাবী কারীম-এর খেদমতে হাযির হ'লাম তাঁর কাছে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন নাবী কারীম (ﷺ) স্বীয় হস্ত উত্তোলন পূর্বক প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ! খালেদ যা করেছে তার দায় থেকে আমি মুক্ত। এ কথা তিনি দু'বার বললেন। (বুখারী, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬২২, হা/৪৩৩৯ 'মাগাযী' অধ্যায়)

১৩) সদাকাহ আদায়কারীর ভুল মন্তব্য শুনে হাত তুলে দু'আঃ

আবু হুমায়েদ সায়েদী বলেন, একবার নাবী (ﷺ) ইবনু লুত্ববিইয়াহ নামক 'আসাদ' গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। তখন সে যাকাত নিয়ে মদীনায ফিরে এসে বলল, এ অংশ আপনাদের প্রাপ্য যাকাত, আর এ অংশ আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে নাবী (ﷺ) ভাষণ দানের জন্য দাঁড়ালেন এবং প্রথমে আল্লাহর গুণগান বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, আমি তোমাদের কোন ব্যক্তিকে সে সকল কাজের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করি, যে সকল কাজের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা আমার উপর সমর্পণ করেছেন। অতঃপর তোমাদের সে ব্যক্তি এসে বলে যে, এটা আপনাদের প্রাপ্য যাকাত, আর এটা আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দেয়া হয়েছে। সে কেন তার পিতা-মাতার ঘরে বসে থাকল না? দেখা যেত কে তাকে হাদিয়া দিয়ে যায়। আল্লাহর কসম, যে ব্যক্তি এর কোন কিছু গ্রহণ করবে, যে নিশ্চয়ই ক্রিয়ামতের দিন তা আপন ঘাড়ে বহন করে হাযির হবে। যদি আত্মসাৎকৃত বস্তু উট হয়, উটের ন্যায় 'চি চি' করবে, যদি গরু হয় তবে 'হাম্বা হাম্বা' করবে। আর যদি ছাগল-ভেড়া হয়, তবে 'ম্যা ম্যা' করবে। অতঃপর রসূল (ﷺ) স্বীয় হস্তদ্বয় উঠালেন, তাতে আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করলাম। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই তোমার নির্দেশ পৌঁছে দিলাম। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি পৌঁছে দিলাম'। (বুখারী পৃঃ ৯৮২, হা/৬৬৩৬ 'কসম ও মানত' অধ্যায়)

১৪) মুমিনকে কষ্ট বা গালি দেয়ার প্রতিকারে হাত তুলে দু'আঃ

আয়েশা রসূল (ﷺ)-কে হাত তুলে দু'আ করতে দেখেন। তিনি দু'আয় বলছিলেন, নিশ্চয়ই আমি মানুষ। কোন মুমিনকে গালি বা কষ্ট দিয়ে থাকলে তুমি আমাকে শাস্তি প্রদান কর না'। ছহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/৬১০, পৃঃ ২০৯; সিলসিলা ছহীহা, হা/৮২-৮৩ সনদ ছহীহ)

সম্মানিত পাঠকগণ! আলোচ্য অধ্যায়ে হাত তুলে দু'আ করার প্রমাণে অনেকগুলো হাদীস পেশ করা হল, যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাত তুলে দু'আ করার বিধান শরী'আতে রয়েছে। উক্ত হাদীসগুলোতে এককভাবে হাত তুলে দু'আ করার কথা এসেছে। শুধু প্রথম হাদীসটিতে সম্মিলিতভাবে হাত তুলার কথা এসেছে যা ইসতিসক্বা বা পানি চাওয়া সংক্রান্ত। ইসতিসক্বা বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত যাতে সম্মিলিতভাবে দু'আ করার কথা আছে। তাই এ দু'আ করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিয়ম-পদ্ধতির এক চুলও ব্যতিক্রম করা যাবে না যে ক্ষেত্রে যেভাবে দু'আ করার কথা সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে সেভাবেই দু'আ করতে হবে। কেননা দু'আও ইবাদতেরই অংশ বিশেষ। অতএব এর ব্যতিক্রম ঘটলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭ 'ঈমান' অধ্যায়)

হাত তুলে দু'আর প্রমাণে পেশকৃত য'ঈফ হাদীসসমূহঃ

১) আনাস ইবনু মালিক বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেনঃ যখন কোন বান্দা প্রত্যেক সালাতের পর দু'হাত প্রশস্ত করে, অতঃপর বলে, হে আমার মা'বুদ এবং ইবরাহীম, ইসহাক 'আ.-এর মা'বুদ এবং জিবরীল, মীকাইল ও ইসরাফীল 'আ.-এর মা'বুদ, তোমার কাছে আমি চাচ্ছি, তুমি আমার প্রার্থনা কবুল কর। আমি বিপথগামী, তুমি আমাকে আমার দ্বীনের উপর রক্ষা কর। তুমি আমার উপর রহমত বর্ষণ কর। আমি অপরাধী, তুমি আমার দরিদ্রতা দূর কর। আমি দৃঢ়ভাবে তোমাকে গ্রহণ করি। তখন আল্লাহর উপর হুকু হয়ে যায় তার খালি হাত দু'খানা ফেরত না দেয়া। (ইবনুস সুন্নী, আমলুল ইয়াম ওয়াল লাইল ৪৯ পৃঃ)

হাদীসটি য'ঙ্গফ। হাদীসটির সনদে 'আবদুল 'আযীয ইবনু 'আবদুর রহমান ও খাদীফ নামে দু'জন দুর্বল রাবী রয়েছে।

তা সত্ত্বেও অত্র দুর্বল হাদীসে একক ব্যক্তির হাত তুলে দু'আ প্রমাণিত হয়, দলবদ্ধভাবে দু'আ প্রমাণিত হয় না।

২) আবু হুরাইরাহ হতে বর্ণিত, একদা রসূল (ﷺ) সালাম ফিরার পর ক্বিবলা মুখ হয়ে দু'হাত উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনু ওয়ালীদকে পরিত্রাণ দাও। আইয়াশ, ইবনু আবী রবী'আহ, সালাম ইবনু হিশাম এবং দুর্বল মুসলিমদের পরিত্রাণ দাও। যারা কোন কৌশল জানে না। যারা কাফিরদের হাত হতে কোন পথ পায় না- ইবনু কাসীর ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৫৫; সূরা নিসা ৯৭ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)। হাদীসটি য'ঙ্গফ [ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব বৈরুত ছাপা ১৯৯৪), ৭/২৭৪ রাবী নং ৪৯০৫]

আলোচ্য হাদীসে 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জাদ'আন য'ঙ্গফ রাবী। [ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাক্বরীব বৈরুত ছাপা ১৯৮৮), পৃঃ ৪০১ রাবী নং ৪৭৩৪। এ 'আলীকে শাইখ আলবানীও দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, (দেখুন "যিলালিল জালাহ" ৬৩০), "আল-ইসরা ওয়াল মি'রাজ" পৃঃ ৫২) ও কিসসাতু মাসীহিদ দাজ্জাল" গ্রন্থে পৃঃ ৯৪) অন্য প্রসঙ্গে বর্ণিত একটি হাদীসে]

আলোচ্য হাদীসটি মুনকার তথা সহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত সহীহ হাদীস বিরোধী। আবু হুরাইরাহ রাযিঃ) বর্ণিত বুখারীর হাদীসে সালাতের মধ্যে রুকু'র পর দু'আ করার কথা রয়েছে। অথচ এ দুর্বল হাদীসে সালামের পরের কথা রয়েছে। বুখারীর হাদীসে হাত তোলার কথা নেই, কিন্তু এ হাদীসে হাত তোলার কথা বলা হয়েছে। অথচ ঘটনা একটিই এবং দু'আ হ'ল কুনূতে নাযিলা। (সহীহল বুখারী হাঃ ২৯৩২, 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৯৮, মুসলিম ৬৭৫, নাসাঈ ১০৭৪, আবু দাউদ ১৪৪২, ইবনু মাজাহ ১২৯৪, আহমাদ ৭৪১৫ ও দারেমী ১৫৯৫)

অতএব সালাতের পর দলবদ্ধভাবে দু'আর প্রমাণ পেশ করা শরীয়ত বিকৃত করার শামিল।

৩) ইবনু 'আববাস বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, সালাত দু' দু' রাক'আত এবং প্রত্যেক দু'রাক'আতেই তাশাহুদ, ভয়, বিনয় ও দীনতার ভাব থাকবে। অতঃপর তুমি ক্বিবলামুখী হয়ে তোমার দু'হাতকে তোমার মুখের সামনে উঠাবে এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! যে এরূপ করবে না তার সালাত অসম্পূর্ণ-

(মিশকাত পৃঃ ৭৭, হাঃ ৮০৫ ‘সালাতের বর্ণনা’ অনুচ্ছেদ)। হাদীসটি যঈফ। ‘আবদুল্লাহ ইবনু নাফি’ ইবনিল আময়া যঈফ রাবী। (আলবানী যঈফ আবী দাউদ হাঃ ১২৯৬, যঈফ ইবনে মাজাহ ১৩২৫, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ১২১২ যঈফ), যঈফুল জামে’ আস-সগীর হাঃ ৩৫১২; তাহকীক মিশকাত হাঃ ৮০৫-এর টীকা নং ৩; তাকরীবুত তাহযীব পৃঃ ৩২৬, রাবী নং ৩৬৫৮)

হাদীসটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এতে নফল সালাতের কথা বলা হয়েছে এবং এককভাবে দু‘আর কথা এসেছে।

৪) খাল্লাদ ইবনু সাযিব হ’তে বর্ণিত, রসূল (ﷺ) যখন দু‘আ করতেন, তখন তাঁর দু‘হাত মুখের সামনে উঠাতেন- মাযমাউয যাওয়ায়েদ ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬৯)। (হাদীসটি যঈফ। হাফস ইবনু হাশি ইবনু ‘উত্বাহ্ যঈফ রাবী। তাকরীবুত তাহযীব পৃঃ ১৭৪, রাবী নং ১৪৩৪)

৫) ‘আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা হাতের পেট দ্বারা চাও পিঠ দ্বারা চেয়ো না। অতঃপর তোমরা যখন দু‘আ শেষ কর তখন তোমাদের হাত দ্বারা চেহারা মুছে নাও’। [হাদীসটি দুর্বল, দেখুন “যঈফ আবী দাউদ” ১৪৮৫, উল্লেখ্য দাগ দেয়া অংশ বাদে হাদীসটি দুর্বল। দাগ দেয়া অংশটুকু সহীহ, দেখুন “সহীহ আবী দাউদ” ১৪৮৬, “সহীহ জামে’ইস সাগীর” ৫৯৩, ৩৬৩৪ ও “সিলসিলা আহাদীসিস সহীহাহ” ৫৯৫)।]

প্রকাশ থাকে যে, হাত তুলে দু‘আ করার পর হাত মুছার প্রমাণে কোন সহীহ হাদীস নেই। বিস্তারিত দেখুন- ইরওয়াউল গালীল ২/১৭৮-১৮২, হাঃ ৪৩৩ ও ৪৩৪-এর আলোচনা তাহকীক মিশকাত হাঃ ২২৫৫ এর টীকা নং ৪।

৬) সাযিব ইবনু ইয়াযীদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রসূল (ﷺ) যখন দু‘আ করতেন তখন দু‘হাত উঠাতেন এবং দু‘হাত দ্বারা চেহারা মুছে নিতেন- (আবু দাউদ, হাঃ ১৪৯২, মিশকাত হাঃ ২২৫৫)। হাদীসটি যঈফ। আলোচ্য হাদীসে ‘আবদুল্লাহ ইবনু লাহইয়াহ নামক রাবী যঈফ। (যঈফ আবু দাউদ হাঃ ১৪৯২, পৃঃ ১১২; আউনুল মা‘বুদ ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৬০; তাকরীব পৃঃ ৩১৯ রাবী নং ৩৫৬৩)

৭) ‘আসওয়াদ ‘আমিরী তার পিতা হ’তে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি রসূল (ﷺ)-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করেছি। যখন তিনি সালাম ফিরালেন এবং ঘুরলেন তখন হাত উঠিয়ে দু‘আ করলেন। ইবনু আবী শায়বা ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩৭)

প্রকাশ থাকে যে, رفع يديه ودعا রসূল (ﷺ) তাঁর দু‘হাত উঠালেন এবং দু‘আ করলেন’ এ অংশটুকু মূল হাদীসে নেই (ইবনু আবী শায়বা) [ইবনু আবী শায়বা, আল-মুহান্নাফ বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৯), ১/৩৩৭, ছালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৬] মিয়াঁ নায়ীর হুসাইন দেহলভী এবং আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী তাঁরা নিজ নিজ গ্রন্থে হাদীসগুলো আলোচনা করেছেন। কিন্তু সহী জঈফের মানদণ্ডে হাদীসগুলো সহীহ নয়। তাই এখনো যারা এ হাদীস বক্তব্য বা লিখনীর মাধ্যমে প্রচার করতে চাইবেন তাদেরকে অবশ্যই হাদীসের মূল কিতাব দেখে পরিত্যাগ করতে

হবে অন্যথা তারা হবেন নাবীর উপর মিথ্যারোপকারী এবং মিথ্যা প্রচারকারী, যাদের পরিণতি ভয়াবহ’। (মুসলিম, মিশকাত হাঃ ১৯৮, ১৯৯ ‘ইলম অধ্যায়)

৮) ‘আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের একজন লোককে সালাত শেষের পূর্বে হাত তুলে দু‘আ করতে দেখলেন। যখন তিনি দু‘আ শেষ করলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের তাকে বললেন, রসূল (ﷺ) ছালাত শেষ না করা পর্যন্ত হাত তুলে দু‘আ করতেন না- মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬৯)। হাদীসটি য‘ঈফ, মুনকার), সহীহ হাদীস বিরোধী। সহীহ হাদীসে সলা-তের মধ্যে রুকুর পর কনুতে নায়েলা পড়ার সময় হাত তুলার কথা আছে- (আহমাদ, তাবরানী, সনদ ছহীহ, ইরওয়াল গালীল, ২/১৮১, হা/৮৩৮-এর আলোচনা দ্রঃ)। তবে সালাতের পর হাত তুলার কোন সহীহ হাদীস নেই।

৯) ‘আবু নুঈম বলেন, আমি ওমর ও ইবনু যুবায়ের -কে তাদের দু‘হাতের তালু মুখের সামনে করে দু‘আ করতে দেখেছি’। অত্র হাদীসে মুহাম্মাদ ইবনু ফোলাইহ এবং তার পিতা তারা দু‘জনই য‘ঈফ রাবী। (আল আদাবুল মুফরাদ তাহকীক হা/৬০৯ পৃঃ ২০৮ ‘দু‘আয় দু‘হাত তুলা অনুচ্ছেদ, পৃঃ ২০৮)

১০) আবু হুরায়রা বলেন, আমি রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি যে, যখন আদম সন্তানের কোন দল একত্রিত হয়ে কেউ কেউ দু‘আ করে আর অন্যরা আ-মীন বলে, আল্লাহ তাদের দু‘আ কবুল করেন- (মুস্তাদরাক হাকেম, ৩/৩৯০ পৃঃ হা/৫৪৭৮ ‘ছাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা অধ্যায়; তারগীব ওয়া তারহীব, ১ম খন্ড, পৃঃ ৯০)। হাদীসটি য‘ঈফ। (ইবনু লাহইয়াহ নামে রাবী দুর্বল। তাকরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৩১৯ রাবী নং ৩৫৬৩)

১১) একদা আলী হাজরামী ছাহাবী লোকদের নিয়ে সলা-ত আদায় করেন। সলা-ত শেষে হাঁটু গেড়ে বসেন, লোকেরাও হাঁটু গেড়ে বসে। তিনি হাত তুলে দু‘আ করেন এবং লোকেরা তার সাথে ছিল- (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, ৩য় জিলদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৩৩২)। অত্র ঘটনাটি ইতিহাসে বর্ণিত থাকলেও এর কোন সনদ নেই।

প্রকাশ থাকে যে, হাদীসের সনদ থাকা সত্ত্বেও কোন রাবী য‘ঈফ হ’লে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আর অত্র ঘটনাটির কোন সনদই নেই। তাহ’লে তা দলীলের যোগ্য হয় কী করে? এ বিবরণকে হাদীস বললে ছাহাবীর উপর মিথ্যারোপ করা হবে।

১২) হুসাইন ইবনু ওয়াহওয়াহ হ’তে বর্ণিত, ত্বালহা ইবনু বারায়্য মৃত্যুবরণ করলে তাকে রাতে দাফন করা হয়। সকালে রসূল (ﷺ) -কে সংবাদ দেয়া হ’লে রসূল (ﷺ) এসে কবরের পার্শ্বে দাঁড়ান এবং লোকেরাও তাঁর সাথে সারিবদ্ধ হয়। অতঃপর তিনি দু‘হাত তুলে বলেন, হে আল্লাহ-হা ত্বালহা তোমার উপর সন্তুষ্ট ছিল, তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ কর- (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)। (হাদীসটি য‘ঈফ, মুনকার, সহীহ হাদীস বিরোধী)। সহীহ হাদীসে কবরের পাশে জানাযা পড়ার কথা রয়েছে। (বুখারী, ১ম খন্ড, ‘জানাযা’ অধ্যায়)। উল্লেখ্য কবর যিয়ারাতে গিয়ে মৃত ব্যক্তিকে সালাম প্রদানের পরে একাকী হাত তুলে দু‘আ করার সমর্থনে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে কবরকে সামনে না করে কিবলাকে সামনে করে মৃত ব্যক্তিদের জন্য দু‘আ করতে হবে এবং দু‘আ শেষে হাত মুখে মুছবে না। দেখুন “আহকামুল জানায়েয” মাসআলা নং ১২০ ও পৃষ্ঠা নং ২৪৬।

১৩) তোফায়েল -এর গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তার সাথে হিজরত করেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে সে তার কাঁধের রগ কেটে ফেলে এবং মৃত্যুবরণ করেন। তোফায়েল একদা স্বপ্নে তাকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, নাবী ﷺ -এর নিকট হিজরত করার কারণে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তোফায়েল রাযিঃ) বললেন, আপনার দু'হাতের খবর কী? তিনি বললেন, আমাকে বলা হয়েছে, তুমি যে অংশ নিজে নষ্ট করেছ, তা আমি কখনো ঠিক করব না। এ স্বপ্ন তোফায়েল রাযিঃ) রসূল সা) -এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি তার জন্য দু'হাত তুলে ক্ষমা চাইলেন- হাদীসটি য'ঈফ। (য'ঈফ আদাবুল মুফরাদ হা/৬১৪, পৃঃ ২১০)

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত য'ঈফ হাদীস সমূহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে বুঝা যায় যে, কোন কোন সময় সলা-তের পর এককভাবে হাত তুলে দু'আ করা যায়। কিন্তু য'ঈফ হওয়ার কারণে হাদীসগুলো রসূল (ﷺ) -এর কি-না, তা স্পষ্ট নয়। সে কারণে এর উপর 'আমল করা থেকে বিরত থাকা যরুরী। বাংলা লিখনী জগতের রত্ন মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন, কেবলমাত্র সহীহ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। এ কথায় হাদীসের সকল ইমাম একমত ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। (হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৪৪৫)

সিরিয়ার মুজাদ্দের আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী, ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া, ইবনু মুঈন, ইবনুল আরাবী, ইবন হযম ও ইবনু তায়মিয়া রহঃ) সহ অনেক হাদীসের পণ্ডিত দৃঢ়কণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন, ফাযীলাত কিংবা আহকাম কোন ব্যাপারেই য'ঈফ হাদীস 'আমলযোগ্য নয়। (ক্বাওয়াইদুত তাওহীদ পৃঃ ৯৫)

যারা সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করার পক্ষে মত পোষণ করেন, তারা পবিত্র কুরআন থেকে কিছু আয়াত এবং কিছু য'ঈফ হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। নিম্নে তাদের দলীল সমূহের পর্যালোচনা তুলে ধরা হ'ল।

কুরআন থেকে দলীলঃ

১) তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমার নিকট দু'আ কর, আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব। যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার 'ইবাদত হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা অচিরেই লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরাহ মু'মিন ৬০)

২) হে নাবী! আমার বান্দারা যদি আমার সম্পর্কে নিকট জিজ্ঞেস করে, তাহলে আপনি বলে দিন যে, আমি তাদের নিকটেই আছি। যে আমাকে ডাকে, আমি তার ডাক শ্রবণ করি এবং তার ডাকে সাড়া দেই। কাজেই তাদের আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার উপর ঈমান আনা উচিত। তবেই তারা সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে। (সূরাহ বাক্বারাহ ১৮৬)

৩) তোমরা তোমাদের রবকে ভীতি ও বিনয় সহকারে গোপনে ডাক, নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। সূরাহ আ'রাফ ৫৫)

৪) অতঃপর যখন অবসর পাও পরিশ্রম কর এবং তোমার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ কর। (সূরাহ ইনশিরাহ ৭-৮)

উল্লিখিত আয়াতসমূহ হাত তোলার প্রমাণে পেশ করা হয়। অথচ আয়াতসমূহের কোথাও হাত তোলার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়নি। বরং সাধারণভাবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে মাত্র। তাছাড়া কোন মুফাসসিরই উক্ত আয়াতসমূহের তাফসীর করতে গিয়ে হাত তুলার কথা বলেননি। এমনকি এ সম্পর্কিত কোন হাদীসও দলীল হিসেবে পেশ করেননি। সুতরাং এ কথা নির্দিধায় বলা যায় যে, উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহ ফরয সালাতের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু‘আ করা প্রমাণ করে না। কাজেই হাত তুলে দু‘আ করার প্রমাণে অত্র আয়াতগুলো পেশ করা শরী‘আত বিকৃত করার নামান্তর মাত্র।

ফরয সালাতের পরে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু‘আ করা সম্বন্ধে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেমগণের অভিমতঃ

১) আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ রহঃ)-কে ফরয সালাতের পর ইমাম-মুজাদী সম্মিলিতভাবে দু‘আ করা জায়েয কি-না জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন,

‘ছালাতের পর ইমাম-মুজাদী সম্মিলিতভাবে দু‘আ করা বিদ‘আত। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এরূপ দু‘আ ছিল না। বরং তাঁর দু‘আ ছিল সালাতের মধ্যে। কারণ সলা-তের মধ্যে মুসল্লী স্বীয় প্রতিপালকের সাথে নীরবে কথা বলে আর নীরবে কথা বলার সময় দু‘আ করা যথাযথ’। (মাজমু‘আ ফাতাওয়া ২২/ ৫১৯ পৃঃ)

২) শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায রহঃ) বলেন,

‘পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত ও নফল সালাতের পর দলবদ্ধভাবে দু‘আ করা স্পষ্ট বিদ‘আত। কারণ এরূপ দু‘আ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এবং তাঁর ছাহাবীদের যুগে ছিল না। যে ব্যক্তি ফরয সালাতের পর অথবা নফল সালাতের পর দলবদ্ধভাবে দু‘আ করে সে যেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের বিরোধিতা করে’। (হাইয়াতু কেবারিল ওলামা ১/২৪৪ পৃঃ)

তিনি আরো বলেন, ইমাম-মুজাদী সম্মিলিতভাবে দু‘আ করার প্রমাণে রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে, কথা, কর্ম ও অনুমোদনগত (কাওলী, ফে‘লী ও তাকরীরী) কোন হাদীস সম্পর্কে আমরা অবগত নই। আর একমাত্র রসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আদর্শের অনুসরণেই রয়েছে সমস্ত কল্যাণ। সালাত আদায়ের পর ইমাম-মুজাদীর দু‘আ সম্পর্কে রসূল (ﷺ)-এর আদর্শ সুস্পষ্ট আছে, যা তিনি সালামের পর পালন করতেন। চার খলীফাসহ ছাহাবীগণ এবং তাবৈঈগণ যথাযথভাবে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেছেন। অতঃপর যে ব্যক্তি তাঁর আদর্শের বিরোধিতা করবে, তাঁর আমল পরিত্যাজ্য হবে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমার নির্দেশ ব্যতীত কোন আমল করবে তা পরিত্যাজ্য। কাজেই যে ইমাম হাত তুলে দু‘আ করবেন এবং মুজাদীগণ হাত তুলে আ-মীন আ-মীন বলবেন তাদের নিকটে এ সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য দলীল চাওয়া হবে। অন্যথায় (তারা দলীল দেখাতে ব্যর্থ হ’লে) তা পরিত্যাজ্য’। (হাইয়াতু কেবারিল ওলামা ১/২৫৭)

৩) বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আল্লামা শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহঃ বলেন, দু‘আয়ে কুনূতে হাত তুলার পর মুখে হাত মুছা বিদ‘আত। সালাতের পরেও ঠিক নয়। এ সম্পর্কে যত হাদীস রয়েছে, এর সবগুলিই যঈফ। এজন্য ইমাম আযউদ্দীন বলেন, সালাতের পর হাত তুলে দু‘আ করা মূর্থদের কাজ। (ছিফাতু ছালাতিন নাবী, ০ পৃঃ ১৪১)

৪) শায়খ উসায়মিন রহঃ বলেন, সালাতের পর দলবদ্ধভাবে দু‘আ করা বিদ‘আত। যার প্রমাণ রসূল (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণ থেকে নেই। মুসল্লীদের জন্য বিধান হচ্ছে প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যিকর করবে। (ফাতাওয়া উসায়মীন, পৃঃ ১২০)

৫) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহঃ বলেন, ফরয সালাতের পর হাত তুলে দু‘আ করা ব্যতীত অনেক দু‘আই রয়েছে। (রফুস সামী পৃঃ ৯৫)

৬) আল্লামা আব্দুল হাই লক্কৌভী রহঃ বলেন, বর্তমান সমাজে প্রচলিত প্রথা যে, ইমাম সালাম ফিরানোর পর হাত উঠিয়ে দু‘আ করেন এবং মুক্তাদীগণ ‘আ-মীন’ ‘আ-মীন’ বলেন, এ প্রথা রসূল (ﷺ) এর যুগে ছিল না। (ফৎওয়ায়ে আব্দুল হাই, ১ম খন্ড, পৃঃ ১০০)

৭) আল্লামা ইউসুফ বিন নূরী বলেন, অনেক স্থানেই এ প্রথা চালু হয়ে গেছে যে, ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর পর সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা হয় যা রসূল (ﷺ) হ’তে প্রমাণিত নয়। (মা‘আরেফুস সুনান, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪০৭)

৮) আল্লামা আবুল কাসেম নানুতুবী রহঃ বলেন, ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর পর ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা নিকৃষ্ট বিদ‘আত। (এমাদুদ্দীন পৃঃ ৩৯৭)

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম ৬৯১-৮৫৬ হিঃ) বলেন, ইমাম পশ্চিমমুখী হয়ে অথবা মুক্তাদীগণের দিকে ফিরে মুক্তাদীগণকে নিয়ে মুনাজাত করা কখনও রসূল (ﷺ) এর তরীকা নয়। এ সম্পর্কে একটিও সহীহ অথবা হাসান হাদীস নেই। [ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা‘আদ বৈরুত ছাপা ১৯৯৬), ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪৯ ‘ফরয ছালাতের পর দু‘আ করা সম্পর্কে লেখকের মতামত’ অনুচ্ছেদ]

১০) আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী রহঃ বলেন, ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর পর ইমামগণ যে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করেন, তা কখনও রসূল (ﷺ) করেননি এবং এ সম্পর্কে কোন হাদীসও পাওয়া যায় না। (ছিফরুস সা‘আদাত, পৃঃ ২০)

১১) আল্লামা শাত্তেবী ৭০০ হিঃ) বলেন, শেষ কথা হ’ল এই যে, ফরয সালাতের পর সম্মিলিতভাবে রসূল (ﷺ) নিজেও মুনাজাত করেননি, করার আদেশও দেননি। এমনকি তিনি এটা সমর্থন করেছেন, এ ধরনেরও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (আল-ই‘তেসাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৫২)

১২) আল্লামা ইবনুল হাজ মাক্কী বলেন, নিঃসন্দেহে এ কথা বলা চলে যে, রসূল (ﷺ) ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর পর হাত উঠিয়ে দু‘আ করেছেন এবং মুক্তাদীগণ আ-মীন আ-মীন বলেছেন, এরূপ কখনো দেখা যায় না। চার খলীফা থেকেও এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এ ধরনের কাজ, যা রসূল (ﷺ) করেননি, তাঁর সাহাবীগণ করেননি, নিঃসন্দেহে তা না করা উত্তম এবং করা বিদ‘আত। (মাদখাল, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৮৩)

১৩) আল্লামা আশরাফ আলী থানাবী (রহঃ) বলেন, ফরয সালাতের পর ইমাম সাহেব দু‘আ করবেন এবং মুক্তাদীগণ আ-মীন আ-মীন বলবেন, এ সম্পর্কে ইমাম আরফাহ এবং ইমাম গাবরহিনী বলেন, এ দু‘আকে সালাতের সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব মনে করা না জায়েয। (ইস্তিহাবাবুদ দাওয়াহ পৃঃ ৮)

হাদিসের মান: সহীহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন □ বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=31053>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন